অধ্যায় ১ ঃ সংবাদ, অনুচ্ছেদ ও সারাংশ রচনা

অধ্যায় বিন্যাস

১০.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১০.২ পরিচিতি
১০.৩ রচনার নানা প্রকারভেদ
১০.৪ সংবাদ রচনা
১০.৫ অনুচ্ছেদ রচনা
১০.৭ অধ্যায় সংক্ষেপ
১০.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১০.১ জ্ঞাত্যব বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার মধ্যে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন
- সংবাদপত্র বা টিভিতে পরিবেশনের উপযোগী সংবাদ লিখতে পারবেন।

১০.২ পরিচিতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আপনারা বাগ্‌ধারা, পদ পরিবর্তন, শব্দভাণ্ডার, বানানশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্বন্ধে জেনেছেন। আপনি, আমি—আমরা সবাই যখন মনের ভাব প্রকাশ করি তখন এই উপাদানগুলোকে ভাষায় প্রয়োগ করলে তা শ্রোতার শুনতে ভালো লাগে। অবশ্য আপনি যখন কিছু লিখছেন তখনও এগুলো প্রয়োগ করলে রচনা আকর্ষণীয় হয়। লেখার সময় আরও অনেক কিছু করার আছে। আপনাকে দেখতে হবে, যা লিখছেন তার মূল কথাটা যুক্তিসহ হবে এবং পাঠকের কাছে পৌঁছে যাবে সরল-সুন্দর ভাষায়। কারণ যা বলছেন বা লিখছেন তা যদি পাঠক পড়ে বুঝতে না পারেন তবে লেখার পরিশ্রমটা ব্যর্থ হয়। সুতরাং ভালো লেখার জন্য দক্ষতা অর্জন করতে হয়। আর কে না জানে, **যত অনুশীলন করবেন তত দক্ষ হয়ে উঠবেন**। অনুশীলনও আপনাকে করতে হবে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে। পদ্ধতি হল সাধারণ কয়েকটি নিয়ম, যা মানলে আপনার রচনাটি সার্থক হবেই। এই নিয়মগুলোর মধ্যে আছে—

- নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে ভাবা এবং আপনার ধারণাগুলো একে একে মনের মধ্যে জমা করা।
- ভাবনাগুলো কীভাবে প্রকাশ করবেন সেটা সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা করে তার প্রাথমিক রূপটা লিখে ফেলা।
- এই খসড়া লেখাটাকে নানা যুক্তি বা উদাহরণ দিয়ে অথবা অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বাড়ানো।

- সম্পূর্ণ রচনাটিকে আরও তথ্য দিয়ে সাজানো যায় কি না দেখা, বানান ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখা।

বর্তমান অধ্যায়ে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ লিখবেন, অনুচ্ছেদ লিখবেন সে বিষয়ে জানতে পারবেন।

১০.৩ রচনার নানা প্রকারভেদ

আপনি যেখানে আছেন তার চারপাশে ছড়িয়ে আছে লেখার নানা উপাদান। মনে করুন, আপনি একটি শহরে আছেন অথবা শহরের কাছাকাছি একটি গ্রামে। আপনি প্রতিদিনই এখানে নানা ধরনের মানুষ-জন দেখছেন, নানা ঘটনা ঘটছে— নিজে দেখছেন অথবা টিভি, সংবাদপত্রে জানছেন। আজকাল তো টিভি আর খবরের কাগজের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি মানুষ বিশ্বের নানা খবরই পেয়ে যাচ্ছে। আপনার প্রত্যেকদিনের অভিজ্ঞতায় এই ছবিগুলো বা খবরগুলো আপনাকে অবশ্যই ভাবায়। এই ভাবনাগুলোই এক একটি বিষয় হয়ে ওঠে লেখার। লেখার অর্থ হল আপনার নিজের চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশ করা। অর্থাৎ আপনার চারপাশে ঘটে চলা নানা ঘটনার মাঝখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো একটিকে বিষয় হিসাবে নিয়ে যদি বিষয়টি সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা লিখিত আকারে প্রকাশ করেন তাবে সেটাই রচনা। আপনার ভাবনাগুলো কবিতার আকারে বা গদ্যের আকারে প্রকাশ পেতে পারে। আমরা এখানে গদ্যরচনার কথাই ভাবছি। নানা বিষয়কে গদ্যের রীতিতে আপনি যখন লিখবেন তখন আরও একটি ব্যাপার আপনার নজরে পড়বে। একটি ক্রিকেট খেলা বা কোনো দুর্ঘটনার কথা আপনি যে ভাবে লিখছেন ঠিক সেভাবে কোনো ধর্মানুষ্ঠানে একজন ধর্মগুরুর কোনো ধর্ম উপদেশ সম্পর্কে আপনার অনুভব বা উপলব্ধির কথা লিখতে পারছেন না। নিজের পুরনো দিনের কথাগুলো যেভাবে লিখছেন একজন জননেতা বা বিশ্ববন্দিত মহান মানুষের জীবনকাহিনি ঠিক একই সুরে লেখা সম্ভব হচ্ছে না। কোনোটাতে যা দেখছেন তাকেই বর্ণনা করতে হচ্ছে বা বিবরণ দিতে হচ্ছে, কোনোটাতে বিরবণের সংগে চলে আসছে আপনার নিজস্ব অনুভূতি বা চিন্তা-ভাবনা। আপনার লেখা হয়ে উঠছে বিবরণাত্মক বা বর্ণনাধর্মী এবং বিশ্লেষণাত্মক। বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী কখনও তা হয়ে উঠছে গুরুগম্ভীর আবার কখনও লঘু হাস্যরসাত্মক। আসলে লেখা একটা শিল্প বা আর্ট। শিল্পী যেমন চারপাশের পরিবেশ থেকে নানা উপকরণ নিয়ে নানা রূপে-রঙে-রেখায় তাকে প্রকাশ করেন, লেখকও তেমনই নানা রূপে তাঁর লেখাকে প্রকাশ করেন। গদ্যসাহিত্যে এই রূপগুলোকে আমরা কখনও বলি প্রবন্ধ, কখনও স্মৃতিকথা, কখনও রম্যরচনা, কখনও অনুচ্ছেদ। আপনার বিবরণ বা বিশ্লেষণ এই বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। অনুচ্ছেদ যদিও প্রবন্ধের মধ্যেই থাকে তবু আজকাল সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলগুলোর প্রয়োজনে আলাদাভাবে অনুচ্ছেদ লেখায় গুরুত্ব বেড়েছে।

১০.৪ সংবাদ রচনা

আজকাল সংবাদপত্রের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র দপ্তরে বা সাংবাদিক হিসাবে কাজ করার প্রবণতা বেড়েছে। অনেকেই এখন এই পেশার সঙ্গে জড়িত হতে চাইছেন। ফলে সংবাদ লেখার একটা ধারণা নিয়ে রাখা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ রচনার অভ্যাস সংবাদ লেখার ভিত্তি। যথার্থ অনুচ্ছেদ রচয়িতা একজন ভালো সাংবাদিক হতে পারেন। একজন সাংবাদিককে তাঁর সংগৃহীত খবরটি সংবাদপত্রের দপ্তরে লিখিতভাবে পাঠাতে হয়। সুতরং তিনি যদি অনুচ্ছেদ লেখার অভ্যাস করেন তবে এই কাজটিও তাঁর কাছে সহজ হয়ে যায়।

সংবাদ লেখার সময় কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। এর মধ্যে কয়েকটি সাধারণ সূত্র আর কয়েকটি ভাষাসম্পর্কিত। যেহেতু আমরা বাংলায় সংবাদ লেখার কথা ভাবছি সেইহেতু এখানে বাংলা ভাষার কথাই বলব।

- বাংলা আধুনিক বানান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।
- বিভিন্ন বিরামচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা চাই।
- বাক্যগঠন যেন অযথা জটিল না হয়। ছোট ছোট সরল বাক্যে লিখতে হবে।
- অত্যধিক তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা ছেড়ে দিতে হবে।
- অনুবাদের সময় লক্ষ রাখতে হবে তা যাতে বাংলা ভাষারীতিকে মেনে চলে। একই ইংরেজি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। কোনটি সঠিক প্রয়োগ হবে সেটা খেয়াল করবেন।
- সঠিক শব্দ ব্যবহারে যাতে খবর পরিবেশন সুখপাঠ্য হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- সংবাদ পরিবেশনে তথ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।
- অভিধানচর্চা করে নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডারের পরিধি অবশ্যই বাড়িয়ে তুলতে হবে। এছাড়া পেশাটির প্রতি আকর্ষণ এবং পরিস্থিতির প্রতি সচেতনতাও থাকা প্রয়োজন।



আসুন জেনে নিই ...

ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকতার পাঠ নেবার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি। মূল কারিগরি বিদ্যা যেখান থেকে অর্জন করা গেলেও বাংলা ভাষায় লেখার দক্ষতা আসবে নিজস্ব অনুশীলনের দ্বারাই।

সংবাদ রচনার কয়েকটি নমুনা এখানে আপনারা দেখে নিন ঃ

- **অমরনাথ যাত্রীদের জন্য শীঘ্রই মোবাইল পরিষেবা শুরু**

  নয়াদিল্লি, ২০ মে ঃ জুন মাসের ৩০ তারিখের আগেই অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৩,৫০০ ফুট উচ্চতায় মোবাইল ফোনের সংযোগ গড়ে তোলা হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী সচিন পাইলট। বৃহস্পতিবার তিনি

বলেন, ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বি এস এন এল) ভৌগোলিক জটিলতা কাটিয়ে দেশের পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জ থেকেও যাতে মানুষ মোবাইল সংযোগের আওতায় থাকেন তার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা করে চলেছে। প্রতিবছর অসংখ্য তীর্থযাত্রী অমরনাথ গুহায় যান। তাঁদের সঙ্গে মোবাইল ফোন থাকলেও তাতে কোনোরকম নেটওয়ার্ক থাকে না। কারণ ওই উচ্চতায় কোনো মোবাইল সংযোগ গড়ে তোলা হয়নি এতদিন। তবে অমরনাথ গুহার ১৩,৫০০ ফুট উচ্চতায় গিয়েও তীর্থযাত্রীদের মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন না-হয় এবং তাঁরা যাতে বাড়ির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন, তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বি এস এন এল। আগামী ৩০ জুনের আগেই অমরনাথ গুহার ওই উচ্চতায় মোবাইল সংযোগ গড়ে তোলা হবে। এই মুহূর্তে মোট ন'টি মোবাইল সংযোগ গড়ে তোলা হবে। এছাড়াও যাদের কাছে ফোন থাকবে না, তাঁরাও যাতে বাড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখতে পারেন তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে ৩০ জুনের আগে এই পরিষেবা চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

- **বিজ্ঞানে পঞ্চম রুবুল ডাক্তার হতে চায়**

নিজস্ব সংবাদদাতা, বরপেটা, ২৮ মে ঃ ২০১০ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে ভেল্লা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র রুবুল হুসেইন পঞ্চম স্থান দখল করে। রুবুল মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও সমগ্র অসমের মধ্যে নবন স্থান দখল করেছিল। সে ডাক্তারি নিয়ে পড়তে চায়। ভেল্লা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের বিজ্ঞান শাখার ডেমনস্ট্রেটর আবুল হুসেইন ও মাজদিয়া হাইস্কুলের শিক্ষিকা নূর বেগমের দ্বিতীয় সন্তান রুবুল। রুবুলের সাফল্যে খুশি সমগ্র ভেল্লা অঞ্চল। তার স্কুলের অধ্যক্ষ উপেন দাসসহ সব শিক্ষক-শিক্ষিকাও রুবুলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত। তার সাফল্যের পেছনে কাদের অবদান রয়েছে প্রশ্নের উত্তরে রুবুল জানায়, মা-বাবা, স্কুলের অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ সমগ্র এলাকার জনগণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় এই সাফল্য এসেছে। প্রথম দশজনের মধ্যে থাকবে বলে রুবুলের আত্মবিশ্বাস ছিলই। সে পঞ্চম স্থান পাবে তা ভাবতে পারেনি। ভবিষ্যতে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ে একজন ভালো চিকিৎসক হতে চায় রুবুল। ফলাফল অনুযায়ী রুবুলের প্রাপ্ত নম্বর ইংরেজিতে ৮০, অসমীয়া ৮৯, অংকে ৯০, পদার্থ বিজ্ঞান ৯৬, জীববিদ্যা ৮৮, রসায়েন ৯৩। গোটা রাজ্যে বিজ্ঞান বিভাগে তাঁর স্থান পঞ্চম।

- **বেজিংয়ে বাণিজ্য বিভাগ খুলবে দিল্লি**

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ মে ঃ চিনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে এবার বেজিংয়ের ভারতীয় দূতবাসে বাণিজ্য বিষয়ক পৃথক বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিল দিল্লি। বুধবার মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই বিভাগের কাজ হবে রফতানি ও লগ্নির ক্ষেত্রে ভারতের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়ানো। এ ছাড়া, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি, নতুন বাণিজ্যিক দিক চিহ্নিত করা, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানোও এর কাজের মধ্যে পড়বে। বিদেশ সচিব নিরুপমা রাওয়ের কথায়, 'দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ভারসাম্য এখনও ঠিক জায়গায় নেই। এ জন্য ঐক্যবদ্ধ

ভাবে সচেষ্ট হতে হবে।' প্রসঙ্গত, আজই চিন সফর শুরু করলেন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল। তাঁর সঙ্গে গিয়েছেন বিদেশ সচিবও।

এই নমুনা তিনটি খুঁটিয়ে পড়ুন। সংবাদ লেখায় পদ্ধতিটি আপনাদের নজরে পড়বে। পদ্ধতিটি এই সূত্র অনুসারে হবে—

- একটি শিরোনাম।
- সংবাদ সূত্রের উল্লেখ করতে হবে স্থান ও তারিখের ক্রমান্বয় মেনে।
- সংবাদের মূল অংশ।



আসুন জেনে নিই ...

- খবর ও প্রতিবেদনের যেটা একেবারে সূচনাংশ তাকে ব্রিটেনে বলা হয় 'ইনট্রো', আমেরিকায় 'লিড'। খবরের অন্যান্য অংশের তুলনায় এর গুরুত্ব অনেকখানি।
- খবরের ইনট্রো আর টেলিগ্রাম লেখা প্রায় একই। তাই খবরের সবচেয়ে জরুরি অংশটুকুই সূচনায় লেখা চাই, যেমন টেলিগ্রামে লেখা হয়। তবে টেলিগ্রামের সাংকেতিকতার বদলে এখানে একটি পূর্ণ বাক্যই গঠন করতে হয়।
- পাশ্চাত্যের নানা কাগজে 'ইনট্রো'র ঊর্ধ্বতম শব্দসংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়। যাঁরা এই শব্দসংখ্যার বাঁধন পছন্দ করেন না তাঁরাও বলেন যে তিরিশ থেকে চল্লিশটি শব্দই এর জন্য যথেষ্ট।

সূচনাংশের দৈর্ঘ্য অনাবশ্যক বাড়িয়ে তুললে তা পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে বাধ্য। আর দীর্ঘ বাক্য সবসময়ই বক্তব্যকে জটিল ও অস্পষ্ট করে তোলে। তাই সূচনাংশ বা ইনট্রোসহ পুরো খবরটাই ছোট ছোট বাক্যাংশে লেখা উচিত। খেয়াল রাখতে হবে একই শব্দ যাতে বারবার লেখা না হয়। তাতে সংবাদপাঠে একঘেয়েমি আসে। একই নাম, একই তথ্য ঘুরেফিরে লেখা হলে তা পাঠকের কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। আপনারা এর আগে জেনেছেন যে, সংবাদপত্রের ভাষা সহজ-সরল হওয়া চাই। তবে সরল ভাষা বলতে কিন্তু তরল ভাষা বোঝায় না। উচ্ছ্বাস ও কাব্যিকতা যেন সংবাদের ভাষায় প্রকাশ না পায়, তা দেখতে হবে। মান্য চলিত বাংলায় এবং বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশরীতিকে অক্ষুন্ন রেখেই বক্তব্য বলতে হবে।

এবার আপনারা নমুনাগুলোর দিকে তাকান। কী দেখছেন? প্রত্যেকটারই একটি সংবাদ শিরোনাম রয়েছে। তারপর প্রথানুযায়ী মোটা অক্ষরে সংবাদটি কে দিচ্ছেন, কোথা থেকে দিচ্ছেন এবং কোন তারিখে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। এরপর আছে ইনট্রোসহ সম্পূর্ণ সংবাদ। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে প্রথম দুটি নমুনায় বেশ কিছু গণ্ডগোল রয়েছে।

প্রথমত, দুটিতেই যে ইনট্রো রয়েছে তা সীমিত শব্দ সংখ্যায় লেখা হলেও উপযুক্ত নয়। কারণ প্রথম নমুনায় তথ্য বিস্তার ঘটেছে। আর একই তথ্য সংবাদের পুরো শরীর জুড়ে বারবার এসেছে। খবরটিতে যে তথ্যগুলো আছে তা এইরকম—

- অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের মোবাইল পরিষেবা লাভের সুযোগ করে দেবে বি এস এন এল।
- ৩০ জুনের মধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- ১৩,৫০০ ফুট উচ্চতায় ন'টি টাওয়ার বসবে।
- কথাগুলো বলেছেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী সচিন পাইলট।

এখানে যেহেতু অমরনাথে তীর্থযাত্রীদের মোবাইল পরিষেবা পাওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ কথা সেহেতু শিরোনামে তা এসেছে। কিন্তু 'শীঘ্রই' শব্দটির বদলে 'অচিরে' ব্যবহার করা যেত। অথবা 'শিগগির'ও লিখতে পারি। 'শুরু' শব্দটা বাদ দিলেও শিরোনামের আকর্ষণ কমে যায় না। কিন্তু এই পরিষেবা যে বি এস এন এল শুরু করবে, সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। তাই শিরোনামটা এ-রকম হতে পারত— 'অচিরেই অমরনাথে বি এস এন এল-এর মোবাইল পরিষেবা' 'অথবা 'অমরনাথে শিগগিরই মোবাইল পরিষেবা দেবে বি এস এন এল'। খবরটি পড়ে বোঝা যাচ্ছে যে ওখানে টেলিফোন বুথ স্থাপন করা হবে। কিন্তু এই বুথের কথা কোথাও নেই। 'প্রতিবছর অসংখ্য তীর্থযাত্রী অমরনাথ গুহায় যান', তাঁদের মোবাইল ফোনে নেটওয়ার্ক থাকে না, বি এস এন এল ভৌগোলিক জটিলতা কাটিয়ে কি করছে— ইত্যাদি প্রসংগগুলো বাদ দিলে বা সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করলে ভালো হত। ১৩,৫০০ ফুট উচ্চতা আর ৩০ জুন প্রসঙ্গ দুটি বারবার এসেছে। যাতে একবার ব্যবহার করেই কাজ হয়ে যায় সেই ব্যবস্থাও নেওয়া যেত। তাহলে সংবাদ পরিবেশনটি যথার্থ হত।

দ্বিতীয় নমুনাতে রুবুলের ডাক্তার হবার ইচ্ছেটাই আসল। সে কথা শিরোনামে হলেও সংবাদ সূচনা বা ইনট্রোতে আসেনি। এটা একটা ত্রুটি। রুবুলের ফলাফলও এখানে অতিরিক্ত তথ্য। বাক্য গঠনে জটিলতা তো আছেই, সে যে পঞ্চম হয়েছে এ তথ্যও দুবার এসেছে। এইসব দুর্বলতা আছে এই সংবাদটিতে।

তৃতীয় নমুনাটিকে আপনারা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। এর শিরোনাম পাঠকের আগ্রহ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর সূচনাংশ আমাদের সম্পূর্ণ তথ্য জানাচ্ছে। কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সেটা যেমন স্পষ্ট হল ইনট্রোতে, তেমনি তা শিরোনাম থেকেও দূরে সরে গেল না। খবরের পরবর্তী অংশে চলে এল কোথায় বসে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সেই বক্তব্য। বিদেশ সচিবের নাম একবার ব্যবহার করে তাঁর উক্তিও এখানে জুড়ে গেল। অর্থাৎ বোঝা গেল পাঠকের কাছে উক্তিটা জরুরি নয়, খবরটাই জরুরি।

মনে রাখবেন, টেলিভিশনের বিভিন্ন 'নিউজ চ্যানেল'-এ খবর পড়ার জন্য যে সংবাদ লিখতে হয়, তার পদ্ধতিটাও একই।



আপনাদের করণীয় — ১০.১

১ নং ও ২ নং নমুনা দুটিকে নিজের অনুভব অনুযায়ী ১০০ শব্দের মধ্যে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

১০.৫ অনুচ্ছেদ রচনা

'Paragraph Writing'কে আমরা এখানে অনুচ্ছেদ রচনা বলে উল্লেখ করছি। এটা গদ্যে রচিত, কয়েকটি মাত্র পংক্তি এর অবয়ব রচনা করে। আর একটি মাত্র ভাবই (বা বিষয়) এখানে প্রকাশিত হয়। অনধিক ১২০ শব্দ এই অনুচ্ছেদের আদর্শ মাপ বলে বিবেচিত হবে।

মনে রাখবেন, আমরা আগের পর্বে প্রবন্ধ রচনার যে পাঠ নিয়েছি সেটাও আসলে কয়েকটি অনুচ্ছেদের সমষ্টি। কোনো একটি বিষয়ে বিশদ বলতে গেলে আপনাকে কয়েকটি অনুচ্ছেদের সাহায্য নিতেই হবে। ওই অনুচ্ছেদগুলো মিলিয়েই তৈরি হয় একটি প্রবন্ধ।

এই অনুচ্ছেদ রচনার কয়েকটি স্তর রয়েছে। আপনাকে একটি নির্দিষ্ট রচনা-প্রণালীর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। তবেই আপনি যেকোনো ভাব প্রকাশক একটি সার্থক অনুচ্ছেদ রচনা করতে পারবেন।

প্রণালীটিকে আমরা এবাবে সাজিয়ে নিতে পারি—

- চিন্তন প্রক্রিয়া
- প্রাথমিক আদল নির্মাণ
- সম্পূর্ণ খসড়া রচনা
- যথাযোগ্য পরিমার্জন, সংশোধনের পর পূর্ণরূপ দান

যে বিষয় বা ভাব নিয়ে আপনি লিখবেন, প্রথমে সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে। সমস্ত সম্ভাবনার দিকগুলো নিয়ে আপনি ভাববেন এবং সেই অনুযায়ী তথ্য যোগাড় করবেন। দরকার মনে হলে ওই বিষয়ে অন্য কারও মন্তব্য বা ভাবনাকেও আপনি তথ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। এই কাজগুলোই চিন্তন প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনাকে অনুচ্ছেদটির প্রাথমিক আদল বা রূপ তৈরি করতে হবে। এখানে আপনি প্রাপ্ত তথ্য এবং ভাবনাগুলোকে যাচাই করবেন। আপনার ভাবনাকে যথাসম্ভব মূল বিষয়ের দিকে নিয়ে আসবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু ভাবনাকে আপনি বাদও দিতে পারেন। তবে লক্ষ রাখবেন, যে কথাগুলো আপনার অনুচ্ছেদের সংকেতসূত্র তৈরি করছে তারা যেন বাদ না পড়ে।

তৃতীয় পর্যয়ে আপনাকে অনুচ্ছেদের খসড়াটি লিখে ফেলতে হবে। এখানে যে প্রশ্নগুলোর দিকে আপনাকে লক্ষ রাখতে হবে তা এরকম—

- আপনি আপনার বক্তব্য থেকে কোথাও সরে যাননি তো?
- কোনো বক্তব্যকে কি আপনার ছেঁটে ফেলা প্রয়োজন?

- আপনি কি বিষয়টিকে সুপরিস্ফুট করে তুলতে যথেষ্ট কথা বলেছেন?
- আপনি কি আর কিছু তথ্য যোগ করতে চান?
- আপনি কি বাক্যগঠনকে বদলাবেন?
- আপনার শব্দচয়ন কি যথার্থ হয়েছে?
- আপনার বাক্যগুলো কি খুব লম্বা বা ছোট (দৈর্ঘে) হয়েছে?
- আপনি কি কোনো কোনো বাক্যকে সংযোজক অব্যয় দিয়ে জুড়ে দেবেন?
- আপনি কি বাক্যকে ব্যঞ্জনাময় করার জন্য প্রবাদ প্রবচন বা বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের প্রয়োগ করবেন?
- আপনি কি খুব সহজভাবে আপনার বক্তব্যকে বোঝাতে পেরেছেন?

চতুর্থ পর্যয়ে এবার আপনি খসড়াটির সংশোধন, পরিমার্জন করবেন। আপনি ছোটখাটো ত্রুটি যেমন দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি বিরাম চিহ্নের ব্যবহার, বানানশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর এখানে নজর দেবেন। এরপর একটি শিরোনাম আপনাকে দিতে হবে। মনে রাখবেন এই শিরোনামে ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার করবেন না বা শিরোনামটিকে নিম্নরেখাংকিতও করবেন না। আপনি যদি অনুচ্ছেদটি কম্পুউটারে ডি টি পি করে ছাপান তবে শিরোনামটির অক্ষরগুলো '১৪ পয়েন্টে' করে তাকে 'বোল্ড' করে দিতে পারেন। নীচের নমুনাটি দেখে নিন—

'শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ঃ একটি অবলোকন' (এভাবে লিখবেন না)

শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ঃ একটি অবলোকন (পাণ্ডুলিপি হলে একটু বড় অক্ষরে এভাবে লিখুন)

শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ঃ একটি অবলোকন (ডি টি পি করলে এভাবে লিখুন)

এইভাবে একটি শিরোনাম দিয়েই আপনার অনুচ্ছেদ রচনার কাজ শেষ হবে। শিরোনাম বাক্যটিকে অনুচ্ছেদের মধ্যে কোথাও আপনাকে রাখতে হবে। সেটা শুরুতে থাকতে পারে, অথবা মাঝখানে বা একবারে অনুচ্ছেদের শেষেও থাকতে পারে।

ধরা যাক, আপনার বন্ধু বা বান্ধবী আপনার জন্মদিনে বা যেকোনো একটি অনুষ্ঠানে আপনাকে একটি উপহার দিয়েছেন। এবার সেই বিষয়েই আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে বলা হল। আপনি কি করবেন? আপনাকে ভাবতে হবে উপহারটির বিষয়ে, ভাবতে হবে কখন কি পরিস্থিতিতে আপনি তা পেলেন আর কেই বা সেটা দিল। আপনার ভাবনাগুলো দানা বাঁধলে তা খাতায় লিখে ফেলুন। তারপর যে ক্রমিক পদ্ধতির কথা আগে বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী অনুচ্ছেদ লিখে সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে।

আসুন আমরা এ বিষয়টি নিয়েই অনুচ্ছেদ লেখা শুরু করি। শিরোনাম আপনি সবার শেষে দেবেন, এখানে না হয় আমরা সেটা শুরুতেই বলে দিই— 'আপনার বিশেষ উপহার।' পরীক্ষায় হয়ত এমন কিছু শিরোনাম দেওয়া থাকবে। আপনার তাতে কিছু শব্দ সংযোজনের স্বাধীনতা থাকবে। যখন আপনি লেখার শেষে শিরোনাম দেবেন তখন প্রয়োজন হলে এটি করতে পারেন।

আপনি লেখা শুরুর আগে এভাবে কয়েকটি প্রশ্ন সাজিয়ে নিতে পারেন—

- কে উপহার দিয়েছে?
- তার সংগে সম্পর্ক কী?
- উপহারটি কী?
- কেন এটি বিশেষ উপহার? (বিশেষ দিন, অনুষ্ঠান, সময় ইত্যাদি)
- বিশেষত্বের তাৎপর্য কী? (ওই বিশেষ দিনে, অনুষ্ঠানে, সময়ে কি ঘটেছিল ইত্যাদি)
- উপহার কবে পাওয়া গেছে?

লক্ষ করুন, পাঁচ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে যে কথাগুলো আপনার স্মৃতিতে ভেসে উঠবে সেখানে কয়েকটা অতিরিক্ত প্রসংগ এসে যেতে পারে। সংশোধনের সময় সেগুলোকে বাদ দিতে হবে। মনে রাখবেন, বক্তব্য যথাসম্ভব ছোট এবং সরল বাক্যে লেখা হবে, অবাঞ্ছিত তথ্য বাদ যাবে। এবার উত্তর—

- রবি দিয়েছে।
- খুব ভালো বন্ধু।
- একটি বাঁধানো ছবি, আমার ও রবির।
- এটা যে-দিন আমরা দুজনে বন্ধু হলাম, সেদিনের ছবি।
- এটা দিদির বিয়ের দিনের ছবি। আমার জামাইবাবুর ছোটভাইয়ের বন্ধু রবি। বরযাত্রীদের সংগে এসেছিল। দিদির বান্ধবীরা গাইছিল 'বর এসেছে বিয়ের ছাদে।' রবি এককোণে দাঁড়িয়ে চুপচাপ আইসক্রিম খাচ্ছিল। ও খুব ভাবুক প্রকৃতির ছেলে। আমি এক ট্রে-ভর্তি কেকের টুকরো নিয়ে যাবার সময় গালিচায় হোঁচট খেয়ে ওর গায়ের ওপর পড়ে গিয়েছিলাম। ওর সাদা পাঞ্জাবিতে কেকের ক্রিম লাগানো ছবিটা কেউ তুলে নিয়েছিল। আমি অপরাধীর মতো ওর পাঞ্জাবি থেকে কেকের ক্রিমগুলো তুলে নিচ্ছিলাম।
- উপহারটি পাওয়া গেছে এ বছর ৮ মার্চ, দিদির প্রথম বিবাহবার্ষিকীর দিন।

এই তথ্যগুলো থেকে আপনি যদি প্রাথমিক খসড়া লিখে ফেলেন তবে তার রূপটি হবে এরকম—

'এবছর ৮ মার্চ, দিদির প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর দিন আমার খুব ভাল বন্ধু রবির কাছ থেকে আমার ও রবির একটি বাঁধান ছবি উপহার হিসাবে পেলাম। সে আমার জামাইবাবুর ছোটভাইয়ের বন্ধু, যে বিয়ের দিন বরযাত্রীদের সংগে এসেছিল। রবি খুব ভাবুক প্রকৃতির ছেলে। সে দিদির বিয়ের দিন এককোণে দাঁড়িয়ে চুপচাপ আইসক্রিম খাচ্ছিল আর দিদির বান্ধবীদের গান শুনছিল। দিদিরা গাইছিল 'বর এসেছে বিয়ের ছাদে।' এক ট্রে-ভর্ত্তি কেক নিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, তখন গালিচায় হোঁচট খেয়ে রবির গায়ের উপর পড়ে গিয়েছিলাম। ওর সাদা পাঞ্জাবিতে কেকের ক্রিম লাগায় অপরাধীর মত ওর পাঞ্জাবী থেকে কেকের ক্রিমগুলো তুলে নিচ্ছিলাম যখন কেউ একজন ছবি তুলে নিয়েছিল। সেদিনই আমরা দুজনে বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। রবি ভাবুক প্রকৃতির ছেলে বলে সেই দিনটির কথা মনে রেখে ৮ মার্চ ছবিটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই ওটা আমার

কাছে এক বিশেষ উপহার।'

এটা লিখে ফেলার পর আপনি এর আগে যে ১০টি প্রশ্ন পেয়েছেন, সেগুলো নিজেকেই করুন। কী কী উত্তর পাচ্ছেন, একটু দেখে নিন—

- আপনার বাক্যগঠনে অহেতুক জটিলতা এনে তাকে দীর্ঘ করার চেষ্টা হয়েছে।
- আপনার লেখায় 'দিদির বান্ধবীদের গান শোনা'র মতো অতিরিক্ত তথ্য আছে যা আপনাকে ছেঁটে ফেলতে হবে।
- ছোট ছোট বাক্যে আপনার কথাগুলোকে সাজানোর সুযোগ রয়েছে।
- আদর্শ শব্দসংখ্যার মাত্রা আপনি ছাড়িয়েছেন। অতএব তাকেও কমিয়ে আনতে হবে।

এই চারটি মন্তব্য অনুসরণ করে এবার অনুচ্ছেদটিকে আবার লিখুন। আমরা এবার এভাবে লেখাটিকে সজাতে পারি—

'এ-বছর ৮ মার্চ দিনটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রইল। এ-দিন ছিল দিদির প্রথম বিবাহবার্ষিকী। গতবছর এদিনটাতেই রবিকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলাম। সে এসেছিল বরযাত্রী হয়ে। হই-হট্টগোলের মাঝে এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আইসক্রিম খাচ্ছিল। আমারই ভুলে হঠাৎ ঘটনাটা ঘটে গেল। ট্রে-ভর্তি কেকের টুকরো নিয়ে প্রায় দৌড়ে যাচ্ছিলাম। বিয়ের আসরে পাতা গালিচায় হোঁচট খেয়ে ট্রে-সহ পড়ে গেলাম রবির গায়ে। বেচারা হতভম্ব। আমিও ওর সাদা পাঞ্জাবিটা কেকে-ক্রিমে একাকার হয়ে যেতে দেখে বেশ অস্বস্তিতে পড়লাম। 'সরি' বলে ওর পাঞ্জাবি থেকে ক্রিমগুলো ওঠানোর চেষ্টা করলাম। লোকজন জড়ো হয়ে গিয়েছিল। 'আরে, কিছু হয়নি' বলে রবি আমার হাতটা ধরে ফেলেছিল। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিটাও যে কেউ ক্যামেরাবন্দী করে রাখবে কে জানত ! এরপর তো বিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুজনে একসংগেই ছিলাম। আর এই ছবিটাই সে আমাকে বন্ধুত্বের বিশেষ উপহার হিসাবে পাঠিয়েছে।'

এখানে লক্ষ করুন, 'বিশেষ উপহার' সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো আপনি প্রথমে সূত্রাকারে ভেবেছিলেন তার সবগুলোই এখানে আছে। আপনার খসড়া লেখাটিকে যথাসম্ভব পরিমার্জন করা হয়েছে। খসড়ায় যে চারটি (নিম্নরেখ শব্দগুলো দেখুন) বানান ভুল ছিল, হয় তা বর্তমান লেখায় রাখা হয়নি বা তাকে শুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাক্য পুনর্গঠন করা হয়েছে। অতিরিক্ত সংযোজনও হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে যাতে পুরো ছবিটা ফুটে ওঠে। সংশোধিত লেখার নিম্নরেখ বাক্যাংশ যদি আপনি বাদ দেন তবে আদর্শ শব্দসংখ্যার মধ্যেই আপনার অনুচ্ছেদটি রচিত হয়ে যায়। অতএব ওই বাক্যাংশগুলো আপনি কেটে দেবেন এবং একটি শিরোনাম আপনাকে দিতে হবে। মনে রাখবেন 'বিশেষ উপহার' কথাটি থাকবে শিরোনামে এবং অনুচ্ছেদেও। ধরা যাক শিরোনামটি হবে 'আমার বিশেষ উপহার' বা 'ছবিতে রবি ঃ এক বিশেষ উপহার' বা 'একটি বিশেষ উপহারের কথা' ইত্যাদি। লক্ষ রাখবেন নামকরণ বা শিরোনাম যাতে পাঠককে বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করে।

এভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনারা অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন। যেমন— আপনার পড়ার টেবিল, সিনেমা হলের চেয়ে বাড়িতে বসে ছবি দেখার আনন্দ, আপনার প্রতিবেশী,

স্কুলে আপনার শেষ দিনটি, বিদ্যুৎ বিভ্রাটে একটি দিন, একটি মজার ছুটি ইত্যাদি।



আপনাদের করণীয় — ১০.২

উল্লিখিত বিষয়টি নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন — **একটি রক্তদান শিবির**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



১০.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

- আপনারা এতক্ষণ ধরে তিনটি পর্বে বিভক্ত সংবাদ, অনুচ্ছেদ ও সারাংশ রচনার প্রসঙ্গ পড়লেন।
- অনুচ্ছেদ রচনার জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়— একটা খসড়া লেখাকে কীভাবে পূর্ণ রূপ দিতে হয় তাও জেনেছেন।
- একই অভিজ্ঞতা নিয়েই সংবাদ লিখতে হবে। তবে এই অধ্যায়টি গুরুত্ব দিয়েছে আপনার চিন্তন ও লেখন ক্ষমতার উপর। আপনার বিষয় সম্বন্ধে ভাবনা ও তাকে প্রকাশের পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করেছে বর্তমান অধ্যায়ের প্রসঙ্গগুলো। শুধু বিদ্যায়তনিক নয় ব্যবহারিক জীবনেও আপনাকে এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট প্রসঙ্গগুলো সাহায্য করবে।



১০.৭ অতিরিক্ত পঠন

১) বিভিন্ন ব্যাকরণ বই।

২) আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশনা; *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন।*

৩) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশনা; *আকাদেমি বিদ্যার্থী বংলা অভিধান।*

৪) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশনা ; *প্রসঙ্গ ঃ বাংলা ভাষা*।

৫) ভট্টাচার্য, সুভাষ; *বাঙালির ভাষা।*

৬) মুখোপাধ্যায়, অশোক; *সংসদ সমার্থ শব্দকোষ।*

৭) সরকার, পবিত্র ; *বাংলা বানান সংস্কার ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা।*

৮) সরকার, পবিত্র ; *ভাষা-জিজ্ঞাসা* ১, ২ ও ৩।



১০.৮ আদর্শ প্রশ্নবলি

প্রশ্ন ১ ঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে নিয়ে অনুচ্ছেদ লিখুন—

(ক) একটি স্মরণীয় সংগীতানুষ্ঠান।

(খ) পাড়ায় একটি পাঠাগারের উদ্বোধন।

(গ) আপনার পছন্দের পোষাক।

(ঘ) একটি ভয়ংকর দুর্ঘটনা।

(ঙ) একটি আনন্দমুখর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা।

প্রশ্ন ২ ঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে নিয়ে সংবাদ লিখুন— (সংবাদ শিরোনাম, স্থান ও তারিখ উল্লেখ করবেন)

(ক) রবীন্দ্র ভবন প্রেক্ষাগৃহে সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সভা।

(খ) রেল স্টেশনে দুটি অভিভাবকহীন শিশু উদ্ধার।

(গ) খাদ্যবস্তুর ঊর্ধ্বগামী দাম ও সাধারণ ক্রেতাদের প্রতিবাদী কর্মসূচি।

*** ***** ***